২০

যীশুর সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন?

এই পৃথিবী যত বৃহৎ ও যত জটিল হউক না কেন, ঐশ্বরিক শাস্ত্রানুসারে ইহা হল কেবলমাত্র সেই জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জায়গা যে জীবন আমরা অনন্তকাল যাপন করব। অতএব, এই খানের জীবন হল শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত আরম্ভ মাত্র। প্রত্যেক মানুষ হল একটি জীবন্ত আত্মা, যাহারা এই পৃথিবীর পরেও হয়ত স্বর্গে অথবা নরকের জন্য নির্ধারিত থাকবে। নতুন নিয়ম আমাদের কাছে অনন্ত জীবন অথবা অনন্ত ধ্বংসের কথা বর্ণনা করে (মথি ২৫:৪৬)। এই জীবনের পরে অনন্ত জীবন এবং অনন্ত মৃত্যুর মাঝখানে আর কোন স্থান বা অবস্থান নেই। মৃত্যুর সময় অথবা যখন যীশু আসবেন তখনই আমাদের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে যাবে চির দিনের জন্য। অনন্ত কালে প্রবেশের পরে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পরিবর্তনের আর কোন দ্বিতীয় সুযোগ থাকবেনা? কত সুন্দর একটি আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তা। আমরা এই যীশুকে নিয়ে কি করতে পারি যাহার সাথে অনন্তকাল নিহিত রয়েছে। আমরা আপনাদের কাছে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করতেছি যে আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান হবেন ও খ্রীষ্টের জন্য জীবন যাপন করবেন যেন এইখানে আপনার মধুময় জীবন হয় (যোহন ১০:১০) এবং ভবিষ্যতে অনন্ত-জীবন পেতে পারেন (১যোহন ২:২৫)।

যে মূল-সুর বাক্যে উপস্থাপনা করা হয়েছে সেই অনুসারে আপনি এই "মণ্ডলীতে" একজন বিশ্বস্ত সদস্য কিভাবে হতে পারেন সেই বিষয়ে অধ্যয়নের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছেন। আপনার কাছে যীশু

খ্রীষ্ট- ঈশ্বরের পুত্রকে- তুলে ধরা হয়েছে, যিনি এই জগতে এলেন এবং তাঁহার জীবন, শিক্ষা এবং প্রেম দ্বারা দেখিয়ে গেলেন ঈশ্বর কেমন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন, সকলের জন্য তিনি সম্ভব করে গেলেন যাহারা তাঁহার দেওয়া পরিত্রাণের কথা পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে জীবন যাপন করতে চাহেন। আরও আপনারা অধ্যয়ন করেছেন মণ্ডলীর প্রকৃতি কি যাহা তাঁহার জীবনের ও মৃত্যুর ফল ছিল এবং আছে ও থাকবে। এও আপনারা দেখেছেন কিভাবে একজন উহাতে প্রবেশ করতে পারে এবং ঐ মণ্ডলী হিসেবে এই জগতে কিভাবে জীবন যাপন করতে পারে। আপনি এখন এক বড় প্রশ্নের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, আপনার সকল প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নঃ "যীশুর বিষয়ে আমি কি করব?"

সকল খ্রীষ্টিয়ানের ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং প্রত্যাশা যে আপনি আপনার মনে প্রাণে একজন খ্রীষ্টিয়ান হতে সিদ্ধান্ত নিবেন এবং আপনার বাকি জীবন খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুসারী হবেন। আপনার অধ্যয়নের সময়, সম্ভবত আপনি নিজে নিজে বলে ফেলেছেন যে, "আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান হব।" সম্ভবত আপনি ভেবেছেন "খ্রীষ্টিয়ান হতে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, এবং যখন আমি উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাব তখন আমি খ্রীষ্টিয়ান হব।"

যদি আপনার প্রশ্ন থাকে, তবে এই পুস্তকের বাদ বাকি অংশ টুকু সতর্কতার সাথে পড়ুন। ইহাতে কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে। অবশ্য কিছু ধাপ সহকারে ইহাতে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাহা আপনার খ্রীষ্টিয়ান হতে ও জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রয়োজন হবে।

প্রথম পদক্ষেপঃ পরিত্রাণ

প্রথম পদক্ষেপ হল, খ্রীষ্টিয়ান হওয়া। যে কেহ, পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসে, খ্রীষ্টিয়ান হতে পারেন যদি তিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস

করেন (যোহন ৮:২৪), মন পরিবর্তন করেন (তাহার পাপ হতে ফিরে; প্রেরিত ১৭:৩০), যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করেন (রোমীয় ১০:১০), এবং খ্রীষ্টে পাপ ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (প্রেরিত ২:৩৮)।

আসুন কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক যাহা আপনার মধ্যে থাকতে পারেঃ

"শিশুদের কি হবে?"

নতুন নিয়ম কখনই শিশুদের অথবা ছোটদের বাপ্তিস্মের কথা উল্লেখ করে নাই। তাহাদের বাপ্তিস্মের প্রয়োজন নেই, কারণ তাহারা প্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের নিষ্পাপত্বের জন্য রক্ষিত থাকবে। তাহারা ন্যায় অন্যায় জানে না, অতএব ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহারা দোষীও নয়। যখনই তাহারা বুঝতে পারবে প্রভু তাহাদের থেকে কি চাহেন, তখনই তাহাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান হতে হবে (যেমন সকলের উচিত) প্রভুর দেওয়া পরিত্রাণের পথ অনুসরণ করে। যাইহোক, তাহাদের নিষ্পাপ জীবনে, তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে রক্ষিত, কারণ তাহারা পাপ করে নাই। তাহাদের মনের দ্বারা তাহারা যেমন কোন বিষয় বুঝতে চেষ্ট করে, যাহারা তাহাদেরকে পরিচালনা করে তাহাদের উপরে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী ও উপযোগিতা, পূর্ণ বয়স্কদের অনুকরণের জন্য উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে (মথি ১৮:৩)। যীশু শিশুদের সম্পর্কে বলেছেন, "কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা স্বর্গ-রাজ্য এই মত লোকদেরই" (মথি ১৯:১৪)।

একজন যুবক অথবা পূর্ণবয়স্ক হিসেবে যিনি পরিত্রাণের পথ জানেন বা বুঝতে পারেন, যিনি জানেন যে তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করেছে এবং যিনি জানেন যে তাহাকে পরিত্রাণ পেতে অবশ্যই খ্রীষ্টিয়ান হতে হবে, তখন আপনাকে প্রভুর পরিত্রাণের পরিকল্পনায় অবশ্যই বাধ্য হতে হবে।

“অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে?”

আমাদের অধ্যয়নে, আপনি দেখেছেন যে কিভাবে খ্রীষ্টিয়ান হওয়া যায়। যীশুই যে ঈশ্বরের পুত্র তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ বাক্য থেকে দেখে গ্রহণ করে আপনি খ্রীষ্টিয়ান হতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত পুস্তকের মধ্যে একমাত্র সত্যিকারের নির্ভুল পুস্তক হলঃ পবিত্র বাইবেল, আর এই পবিত্র বাইবেল বলেছে, যীশু কে এবং তিনি এ পৃথিবীতে কি করতে এসেছিলেন। আপনি কি এই সংবাদ হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন? যদি আপনি করে থাকেন, তবে আপনি বিশ্বাস করেছেন যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র যিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে, আপনাকে পাপ হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে, আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সম্ভব পর করে তুলতে।

আপনাকে অবশ্য আরও প্রশ্ন করতে হবে, “আমি কি আমার পাপ হতে ফিরেছি?” আপনি এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্পাপ হতে পারবেন না, কিন্তু মন পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; আপনার জীবন থেকে পাপ পরিত্যাগ করা এবং এখন থেকে প্রভুর বাক্য সত্যিকার ভাবে সর্বদা অনুসরণ করা। আপনার সত্যিকারের মন পরিবর্তনের পরেই যীশু আপনার প্রভু হবেন এবং বাক্য হবে আপনার পথপ্রদর্শক যাহার দ্বারা আপনি আপনার জীবন যাপন করবেন।

এরপরে, আপনার পাপ ক্ষমার জন্য আপনাকে খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম দিতে অন্য একজনকে খোঁজ করতে হবে। হয়তবা আপনার এলাকায় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী থাকতে পারে। যদি তাই হয়, মণ্ডলীর কোন একজন সদস্যকে খুঁজে বের করুন এবং তাহাকে বলুন যেন তিনি একজন খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ লোকের অনুসন্ধান দিতে পারেন যিনি আপনাকে খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম দিবেন। যখন তিনি আপনাকে ঐ খ্রীষ্টিয়ান পুরুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিবেন, তাহাকে বলুন যে আপনি অন্য সকলের সাক্ষাতে খ্রীষ্টকে স্বীকার করতে চাচ্ছেন এবং খ্রীষ্টের দেহে আপনার পাপ ক্ষমার জন্য আপনি ঐ লোকের দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে চাহেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

“আমি কিভাবে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী খুঁজে পেতে পারি?”

বর্তমানের দ্বিধাদ্বন্দ্বের ধর্মের মধ্যে, আপনি নিশ্চিত হতে চাইবেন যে, আপনি এমন একদল মানুষের সাথে আছেন যাহারা প্রভুর মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছেন, এবং প্রভুর মণ্ডলী হিসেবে দৃঢ়ভাবে জীবন যাপন করতেছেন। এক ভাবে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন দেখে যে তাহারা নিজেদের কি বলে পরিচয় দেয়। তাহারা মানুষের দেওয়া কোন নাম ব্যবহার করবেন না। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী বলে তাহারা তাহাদের পরিচয় দিবেন এবং তাহারা বাক্যে যে সব উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে সেই উপাধিতে নিজেদের পরিচয় দিবেন। যদি আপনি দেখতে পান যে তাহারা নিজেদের একটি নামে পরিচয় দিয়েছেন যা পবিত্র বাইবেল অনুসারে হয় নাই, উহাই হল চিহ্ন যে তাহারা সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর অংশভূত এবং তাহারা প্রভুর মণ্ডলী হতে পৃথক ও সম্পূর্ণভাবে আলাদা।

অন্য ভাবে আপনি বলতে পারবেন যে একদল লোক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কি না, আর তা হল, উহারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসরণ করে কি না। এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে।

আপনি কি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মত হতে চেষ্টা করতেছেন?

এলাকায় কি আপনি প্রেম, দয়া, একতা, ক্ষমা এবং সেবার অনুকরণ করার চেষ্টা করতেছেন?

যখন আপনারা রবিবার উপাসনায় উপস্থিত হয়ে থাকেন, আপনার উপাসনায় কি কি করা হয়?

আপনারা কি প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে (প্রত্যেক রবিবার) প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন, ঠিক যেভাবে প্রেরিত ২০:৭ পদে পাওয়া যায়?

নতুন নিয়মের উদাহরণ অনুসারে আপনারা কি কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গান গেয়ে থাকেন?

আপনারা কি যীশুর নামে প্রার্থনা করে থাকেন?

আপনারা কি ধর্মীয় মতবাদ এবং পথপ্রদর্শক পুস্তক হিসেবে একমাত্র বাইবেলকেই অধ্যয়ন করেন?

আপনারা কি আপনাদের নিজ নিজ সমৃদ্ধি-লাভ অনুসারে প্রতি রবিবারে দান উপহার দিয়ে থাকেন (১করি ১৬:১,২)?

আপনাদের মণ্ডলী আপনারা কিভাবে গঠিত করেছেন? আপনাদের মণ্ডলীতে কি প্রচারক, শিক্ষক, প্রাচীন এবং পরিচারক এর পদ ছাড়া আর অন্য কোন পদ যুক্ত আছে?[1]

আপনাদের মণ্ডলীর জন্য কি জাগতিক ভাবে প্রধান কেন্দ্র (হেড কোয়ার্টার) আছে, অথবা আপনি কি খ্রীষ্টকে আপনার একমাত্র মস্তক (প্রধান) হিসেবে মান্য করেন?[2]

এই পৃথিবীতে আপনাদের মিশন কি আছেঃ আপনারা কি প্রভুর দেওয়া মহা আজ্ঞার পরিপূর্ণতা করতে চেষ্টা করতেছেন (মথি ২৮: ১৯,২০)?

এই প্রশ্ন গুলি করা আপনার জন্য প্রজ্ঞার পরিচয় হবে, কারণ আপনি জানতে চাচ্ছেন যে উহারা কে? আপনি প্রভুর মণ্ডলীর সদস্য হতে চাচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর সদস্য নয়। ("বাইবেল অনুসারে কিভাবে একটি নতুন মণ্ডলী গঠন করা যায়" নামের ছকটি দেখুন 296 পৃষ্ঠায়।)

যদি আপনি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী খুঁজে না পেয়ে থাকেন, তবে আপনাকে একটা স্থাপন করতে হবে। আপনি এইভাবে উহা করবেন; এমন একজন লোক খুঁজে বের করুন যিনি সত্যিকারে ঈশ্বরের সেবা করতে চান। তাহার বাইবেলের সাথে এই পুস্তকটিও তাহাকে পড়তে বলুন। এবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনিও কি আপনার সাথে খ্রীষ্টিয়ান হতে চাহেন কি না এবং আপনার এলাকায় প্রভুর মণ্ডলীর

[1]নতুন নিমের মণ্ডলীর গঠন ছিল সহজ ও সরল ভাবে। প্রথমতঃ মণ্ডলীতে প্রচারক এবং শিক্ষক ছিলেন যাহারা বাক্য প্রচার করতেন। দ্বিতীয়তঃ যখন প্রতিটি মণ্ডলী পরিপক্ক হত তখন তাহাদের প্রতিটিতে একের অধিক প্রাচীন থাকত (অনেক সময় উহাদের "অধ্যক্ষগণ," "মেষপালকগণ" এবং "পালকগন" নামে অভিহিত করা হত) যাহারা মণ্ডলীকে পরিচালনা ও পথ প্রদর্শন করবে। তৃতীয়তঃ প্রতিটি মণ্ডলীতে পরিচারকগণ ছিলেন যাহারা মণ্ডলীর প্রাচীনদের অধীনে সেবা কাজ করতেন।

[2]নতুন নিয়মে একমাত্র একজনকেই প্রধান/মস্তক হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছেঃ খ্রীষ্ট। তাঁহার মণ্ডলীর এই পৃথিবীতে কোন প্রধান কেন্দ্র নেই, প্রতিটি মণ্ডলীর সদস্যগন তাহাদের প্রধান হিসেবে একমাত্র খ্রীষ্টকেই অনুসরণ করত।

স্থাপন করার জন্য অংশী হবেন কি না। যদি তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে চাহেন, তখন আপনারা একজন অন্য জনকে বাপ্তিস্ম দিতে পারেন। কাছাকাছি জলাধারে যেমন- নদী, নালা, পুকুরের কাছে যেতে পারেন (যেখানে জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নিতে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে সেখানে)।

যখন তাহাকে বাপ্তিস্ম দিবেন, মনে রাখবেন আপনি যেন বাক্যের তিনটি আদেশ যথাযথ পালন করেন। প্রথমত, তাহাকে এই প্রশ্ন করুন: "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র?" আমরা এই আদেশটি দেখতে পাই রোমীয় ১০:১০ পদে। তাহাকে স্বীকার করতে হবে যে তিনি বিশ্বাস করেন যীশুই ঈশ্বরের পুত্র।

দ্বিতীয়ত, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনি ঐ লোকটিকে খ্রীষ্টের দেহে বাপ্তিস্ম দিতেছেন- মণ্ডলীতে- পাপ ক্ষমার জন্য। অতএব, তাহাকে বাপ্তিস্মের পূর্বে, তাহার সামনে স্পষ্ট করে বলুন বাপ্তিস্মের সময় কি ঘটে, উভয়ের অর্থাৎ যাহারা সেখানে উপস্থিত আছে তাহাদের উপকারের জন্য এবং তাহার নিজের স্মরণে রাখার জন্য, যে এখানে কি ঘটতেছে। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল যে কিভাবে আপনি কথা গুলি বলতে পারেন (মথি ২৮:১৯,২০; রোমীয় ৬:৩; প্রেরিত ২:৩৮; এবং মার্ক ১৬:১৬ পদের উপরে ভিত্তি করে)।

> আমি আপনাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে খ্রীষ্টের দেহে বাপ্তাইজিত করতেছি, নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে, খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালনের বাধ্যতায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আপনার পাপ ক্ষমার জন্য।

তৃতীয়ত, যখন আপনি তাহাকে বাপ্তিস্ম দিবেন, নিশ্চিত করবেন যে, আপনি তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিতেছেন কিনা। মনে রাখবেন নতুন নিয়মে বাপ্তিস্ম হল জলে কবর প্রাপ্ত হওয়া (রোমীয় ৬:৪)। এখানে দেখানো হল যে কি কি ভাবে বাপ্তিস্ম দেয়া যায়ঃ

অগভীর/অল্প পানিতে, যিনি বাপ্তিস্ম গ্রহন করবেন তিনি বসতে পারেন এবং পিছনভাবে শুয়ে পড়বেন যতক্ষন তিনি সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে না যান।

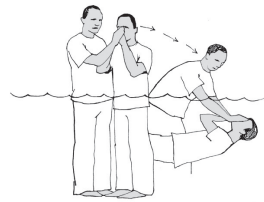

বাপ্তিস্মের জন্য তৈরি করা জলাধার বা প্রাকৃতিক জলাধার যদি গভীর হয়ে থাকে তবে যিনি বাপ্তিস্ম নিবেন তিনি পিছন ভাবে শুয়ে পড়বেন যতক্ষন তিনি সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে না যান।

তাহাকে যখন বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়ে যাবে তখন আপনি অনুরূপ ভাবে তাহাকে দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন। অবশ্যই আপনাকেও তিনি একই প্রশ্ন করবেন, এবং পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করবেন যে কি কারণে তিনি আপনাকে বাপ্তিস্ম দিতেছেন, যখন আপনি তাহাকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন ঠিক অনুরূপ ভাবে।

আপনার বাপ্তিস্মের পরে, এখন আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান, প্রভুর মণ্ডলীর একজন সদস্য। যদিও অতীতে আপনার এলাকায় প্রভুর কোন মণ্ডলী বর্তমান ছিল না, কিন্তু এখন হল- কারণ আপনিই খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী! আপনি মণ্ডলী স্থাপন করলেন সেখানে, যেখানে আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে জীবন যাপন করবেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন

অবশ্যই, দ্বিতীয় পদক্ষেপ যাহা আপনি গ্রহণ করবেন তাহা হল চলমান, অন্তবিহীন পদক্ষেপ- নাম দিয়ে বলা যায় যে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করা। আপনি এখন একজন খ্রীষ্টিয়ান, আপনি চাইবেনও একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে জীবন যাপন করতে। ("প্রাচীনেরা কেমন হবেন, সকল খ্রীষ্টিয়ানগন কেমন হবেন" নামের ছকটি দেখুন 299 পৃষ্ঠায়।)

একজন খ্রীষ্টিয়ান কিভাবে জীবন যাপন করেন? উত্তম ভাবে

সার-সংক্ষেপে খ্রীষ্টিয় জীবন তুলে ধরা যায়, যে তিনি হলেন তাহাই যাহা তাহার নামের দ্বারা প্রকাশিত হয়ঃ খ্রীষ্টের অনুসারী। তিনি হলেন খ্রীষ্ট-ইয়ান (CHRIST-ian), এমন একজন যিনি খ্রীষ্টের মত করে জীবন যাপন করেন (ফিলি ১:২১)। খ্রীষ্টিয়ানের জীবনই হল খ্রীষ্ট।

বাক্যের অনুসন্ধান করা

যিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবেন তাহার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকবেঃ পিতার আদেশ পালন করা। যীশু সর্বদিক দিয়ে সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার জীবনের একটি চরিত্র যাহা আপনি ও আমি অনুকরণ করতে পারি আর তা হল, পিতার বিশ্বস্ত আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। অতএব খ্রীষ্টিয় জীবন হল, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য বাক্য অনুসন্ধান করা এবং অতঃপর, উক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা নম্রতায়, শ্রদ্ধায় ও প্রেমের সাথে পালন করতে হবে। একজন খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের বাক্যের নিকটবর্তী থাকবেন। তিনি প্রতিনিয়ত শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সেখান হতে যাহা শিখবেন তাহা পালন করেন।

যীশুর জীবনধারা অনুকরণ করতে চেষ্টা করা।

যীশুর জন্য জীবন যাপনে অন্য তিনটি নীতি যাহা আমাদের পথ প্রদর্শন করবে তাহা হল- "স্বর্নালী ব্যবস্থা," দয়া এবং প্রার্থনা। যীশুকে অনুকরণ করতে একটি উত্তম পন্থা হল- নিজেকে প্রশ্ন করা, "আমি কেমন ব্যবহার পেতে চাই?" তখনই "স্বর্ণালী আদেশ" (মথি ৭:১২) অনুসরণ করে থাকি যখন আমরা অন্যের কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেতে চাই এবং সেইমত ব্যবহার অন্যদের প্রতি করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই ব্যবস্থা হল খ্রীষ্টের মত জীবন যাপন করা এবং ইহাই এই পৃথিবীতে জীবন যাপনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

যীশু ছিলেন করুণাময়ী মানুষ। "করুণা" শব্দের অর্থ হল অন্যদের জন্য "সহানুভূতি" দেখানো। যীশু গরীব, কাঙালি এবং সঙ্গিহীনদের প্রেম করতেন। তাঁহার হৃদয় তাহাদের প্রতি থাকত।

তিনি তাহাদের সাহায্য করতেন। অতএব, একজন খ্রীষ্টিয়ান, এমন হবেন যিনি অন্যদের কথা চিন্তা করবেন এবং সর্বদা তাহার প্রেম প্রদর্শন করবেন সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করে (মথি ৯:৩৬)।

যদিও যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সর্বদা পিতার নিকটে অনেক প্রার্থনা করতেন- একাকী, জন সমক্ষে এবং অল্প লোকদের নিয়ে। একজন খ্রীষ্টিয়ানও সর্বদা প্রার্থনা করে।

যেহেতু আপনি এখন একজন খ্রীষ্টিয়ান, ঈশ্বর হলেন আপনার পিতা। তিনি আপনাকে তাঁহার নিজের বলে দাবি করেছেন। তাঁহার কাছে হৃদয়ে বিশ্বাসের সাথে সর্বদা প্রার্থনা করুন। তাঁহার ইচ্ছা আপনার জীবনে পালনের জন্য যাচ্ঞা করুন, যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এখানে ঈশ্বরের কাছে আপনি কিভাবে প্রার্থনা করবেন তাহার একটি নমুনা তুলে ধরা হল।

ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলুনঃ প্রিয় পিতা,

তাঁহার প্রশংসা করুনঃ তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিনঃ তুমি যে আশীর্বাদ আমাদের জন্য দিয়েছ তাহার জন্য আমি/আমরা অতি কৃতজ্ঞ..... (এখানে কিছু আশীর্বাদের কথা তুলে ধরুন)।

তাঁহার কাছে অনুরোধ করুনঃ এই সকল আমাদের প্রয়োজন যাহা আমরা অনুভব করি। তোমার ইচ্ছার সাথে যদি এক হয় প্রভু তবে তুমি উহা আমাদের দান কর।

তাঁহার কাছে অনুরোধ করুনঃ আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর যেমন আমরা আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি। মন্দতা হতে আমাদের রক্ষা কর।

তাঁর প্রশংসা করুনঃ সমস্ত গৌরব তোমারই।

সমাপ্ত করুনঃ যীশুর নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।

আপনি হয়ত এই পদ্ধতিটি চিনতে পেরেছেন যে, উহা শিষ্যদের প্রতি প্রভুর দেওয়া একটি অনুকরণীয় প্রার্থনা থেকে নেয়া, যাহা তিনি মথি ৬:৯-১৩ পদে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাহার প্রার্থনার কিছু অংশ আমাদের জন্য নয় (যেমন, একটি অংশ যেখানে বলা হয়েছে তোমার রাজ্য আইসুক, এই অংশটি ব্যবহার করা যাবে না কারণ

পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁহার রাজ্য এসেছে), কিন্তু উহার বেশীর ভাগ অংশই আমরা ব্যবহার করতে পারি। স্মরণে রাখবেন যে প্রার্থনাটা দেওয়া হয়েছিল উহা শুধুমাত্র একটি নমুনা ছিল এবং যখন কেহ তাহার নিজের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরবেন তাহার জন্য উহা পরামর্শমূলক পদ্ধতি ছিল।

আসুন এই সত্যের প্রতি গুরুত্ব দান করিঃ আপনি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে পারবেন না। মনুষ্য কখনই সিদ্ধ হতে পারে না, কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয়কে তাঁহার ইচ্ছা পালনে উৎসর্গ করতে পারি। যখন আমরা ব্যর্থ হই, আমরা উঠে দাঁড়াতে পারি, আমাদের ধুলা আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি, মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার জন্য যাচ্ঞা করতে পারি এবং পুনরায় তাহার ইচ্ছা পালনে দৃঢ়তা গ্রহণ করতে পারি। সবচেয়ে প্রধান বিষয় হল এই যে আমরা তাঁহার ইচ্ছা পালনে চেষ্টা করতেছি। আমরা ঈশ্বরের কৃপায় পরিত্রাণ পাব- বিশ্বাসে, আমাদের নিজ নিজ সিদ্ধতায় নয় (ইফি ২:৮)। বিশ্বাস থাকার অর্থ হল তাহার ইচ্ছা পালন করতে চেষ্টা করা।

আমরা যদি উক্ত পথে চলতে ব্যর্থ হই যাহার ফলে অন্যে কষ্ট পায়, আসুন তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই এবং তাদের নিশ্চিত করে বলি যে আমরা দুঃখিত, ভবিষ্যতে আরও উত্তম ভাবে চলতে সচেষ্ট হব (যাকোব ৫:১৬)। যদি আমরা পাপ করি এবং সেই পাপ যদি সমস্ত মণ্ডলীকে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে আমরা মণ্ডলীর সাক্ষাতে ক্ষমা চাইতে পারি এবং অনুরোধ করতে পারি যেন আমাদের খ্রীষ্টেতে ভাইবোনেরা আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন (যাকব ৫:১৬)। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন এবং মণ্ডলী আমাদের ক্ষমা করবে।

খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে বাইবেলের যে অংশটি আপনি পড়তে পারেন তা হল, নতুন নিয়মের প্রথমাংশ- মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন- খ্রীষ্টের জীবন। এই পাঠ এবং অধ্যয়ন আপনাকে জানতে সহায়তা করবে যে যীশু এই পৃথিবীতে কেমন ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। যাহা কিছু শিখবেন তাহা আপনাকে অধিক সাহায্য করবে তাঁর সান্নিধ্য পেতে।

তৃতীয় পদক্ষেপঃ ঈশ্বরকে উপাসনা করা

যদি আপনি খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপন করতে চাহেন তবে যে তৃতীয় পদক্ষেপটি আপনাকে নিতে হবে তাহলো, প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপাসনা। যদি আপনার এলাকায় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী থেকে থাকে, আপনি তাহাদের সাথে রবিবার একত্রিত হতে চাইবেন এবং অন্যান্য যে কোন দিন তাহারা ঈশ্বরের উপাসনায় একত্রিত হয়ে থাকে সেই সকল দিনেও। প্রত্যেক রবিবার, তাহারা একত্রিত হবেন; গান, প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন, প্রভুর ভোজ গ্রহণ, এবং ঈশ্বর তাহাদের যেমন দিয়েছেন সেই অনুসারে দান করতে। আপনাকেও উক্ত উপাসনার প্রতিটি বিষয়ে অংশীদার হতে হবে। (১৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।)

যদি আপনার এলাকায় প্রভুর সত্য মণ্ডলী না থাকে, তবে আপনি প্রতিনিয়ত, বিশ্বস্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা আপনার ঘরে, কোন খালি বাড়িতে অথবা এমনকি গাছের নিচেও শুরু করতে পারেন। কালক্রমে, যদি সম্ভব হয়, আপনি হয়ত একটি স্থান তৈরি করতে চাইবেন যেখানে উপাসনা করবেন। নতুন নিয়ম বলেছে যে বাক্যানুসারে উপাসনা যে কোন স্থানে হতে পারে যেখানে যীশুর নামে দুই বা ততোধিক লোক একত্রিত হয় (মথি ১৮:২০)।

মণ্ডলী হিসেবে একত্রিত হওয়া

নতুন নিয়মে প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানগন সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ রবিবার একত্রিত হত। এই ছিল সেই দিন যেদিন প্রভু মৃত্যু হতে পূনরুত্থিত হয়েছিলেন। যখন প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানগন রবিবারে উপাসনার জন্য একত্রিত হতেন, তাহারা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতেন যাহা যীশু স্থাপন করেছিলেন তাঁহার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করবার জন্য। এটা একেবারেই পরিষ্কার যে তাহারা প্রতি রবিবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ করত। ইহা ছিল প্রভুর ভোজ (১করি ১১:২০), প্রতি প্রভুর দিনে গ্রহণ করা হত। সতর্কতার সাথে ইব্রীয় ১০:২৫; ১করি ১১:২২; ১৬:১,২; এবং প্রেরিত ২০:৭ পদ পড়ুন।

প্রভুর ভোজ পালন

যখন খ্রীষ্ট প্রভুর ভোজ স্থাপন করেছিলেন তিনি দুটি উপকরণ ব্যবহার করেন: দ্রাক্ষাফলের রস এবং তাড়ীশুন্য রুটি। যখন আমাদের প্রভু তাঁহার শিষ্যদের সাথে নিস্তার-পর্বের ভোজ খেতেছিলেন তখন তিনি এই ভোজ পালনের কথা তাঁহাদের বলেছিলেন। নিস্তার পর্বের ভোজে তাড়ীশুন্য রুটি ও পানীয় ছিল, যাহা ছিল ফলের রসের মিশ্রণে (এক ধরনের আঙ্গুর ফলের থেকে তৈরি রস) সাথে পানির মিশ্রণে তৈরি। যীশু তাঁহার শিষ্যদের রুটি খেতে বলেছেন এবং তাঁহার দেহের কথা স্মরণে রাখতে বলেছিলেন যাহা তাহাদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তিনি তাহাদেরকে পানপাত্র থেকে পান করতে বলেছিলেন, অথবা দ্রাক্ষা ফলের রস পান করতে বলেছিলেন, এবং তাঁহার রক্তের কথা স্মরণে রাখতে বলেছিলেন যাহা তাহাদের জন্য ঝরিয়েছিলেন।

আপনি আমাদের প্রভুর নির্দেশ এবং প্রেরিতদের কার্যাবলীর খ্রীষ্টিয়ানদের উদাহরণ সকল অনুসরণ করতে চাইবেন। প্রতি রবিবার, আপনারা যাহারা খ্রীষ্টের বাধ্য তাহাদেরকে উপাসনায় অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। আপনাদের গান, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা উচিত। উপাসনার কোন এক সময়ে, এই ভোজ গ্রহণ করতে হবে যাহা যীশু আপনাকে দিয়েছেন। একটি পাত্রে তাড়ীশুন্য রুটি রাখবেন। রুটির জন্য যাহা খ্রীষ্টের দেহের প্রতীক এবং তাঁহার মহা বলি উৎসর্গের জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। অতঃপর, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে সরবরাহ করুন, যাহারা উহা গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, এবং যীশুর দেহের কথা স্মরণ করতে চায়।

প্রভুর ভোজের জন্য রুটি তৈরি করতে সামান্য কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন হয়ঃ ময়দা, পানি, লবণ এবং তেল। কোন প্রকার খামি/তাড়ী নয় অথবা ইষ্ট মেশান যাবেনা। এখানে আপনার হাতের আকারের দুটি রুটির প্রস্তুত পদ্ধতি দেওয়া হল।

উপকরণঃ

১ কাপ গম অথবা যবের ময়দা	৩ চা চামচ তেল
১ চা চামচ পানি	১ চিমটি লবণ

রুটি তৈরির নির্দেশনাঃ

উপরের উপকরণ গুলিকে একত্রিত করে ভালো করে মিশিয়ে নিন এবং মণ্ড তৈরি করে পাতলা করে বেলে রুটি ভাজার তৈলাক্ত তাওয়ার উপরে দিন। মণ্ডের দ্বারা তৈরি পাতলা রুটিতে কিছু দিয়ে কয়েকটি ছিদ্র করে দিন এরপরে ১০ মিনিটের জন্য ওভেনে ৩৫০°F তাপমাত্রায় অথবা ১৭৫°C তাপমাত্রায় ভেজে নিন। তৈরি রুটি বাদামী হবে না। উক্ত রুটি ওভেন ছাড়াও কড়াইতে করে আগুনে মচমচে হওয়া পর্যন্ত ভেজে তৈরি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, একটি কাপ অথবা অনেক কাপে দ্রাক্ষাফলের রস নিন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, কাপের জন্য এবং যীশুর রক্তের জন্য ধন্যবাদ দিন যাহা যীশু আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য ঝরিয়েছিলেন। প্রার্থনার পরে, উপস্থিত খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে দিন, যেন তাহারা প্রত্যেকে গ্রহণ করতে পারে এবং স্মরণ করতে পারে যে যীশুর রক্ত আমাদের জন্য ঝরেছিল।

যখন যীশু ভোজের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি "দ্রাক্ষাফলের রস" অথবা "আঙ্গুর ফলের রস" ব্যবহার করেছিলেন। আঙ্গুরের রস পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়; যদি আপনার এলাকায় ক্রয় করা না যায় তবে আঙ্গুর ফল নিঙড়ানোর মাধ্যমে একটি পাত্রে রস সংগ্রহ করে রাখা যায়। যদি উহাকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে আঙ্গুর ফলের সময়ে নিঙড়ানো রস সারা বছর ভাল থাকে। কিসমিস বা শুকনা আঙ্গুর পানিতে সিদ্ধ করে আঙ্গুরের রস পাওয়া যাবে। কিসমিস তুলে ফেলে দিয়ে উহার রস ব্যবহার করা যাবে প্রভুর ভোজে।

ঈশ্বরের উদ্দেশে রাখা, অথবা দান সংগ্রহ

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানেরই উচিত মণ্ডলীতে কিছু "আলাদা করে সঞ্চয় করা" প্রভুর কার্য্যের উদ্দেশ্যে দান করার জন্য। যখন উপাসনায়

একত্রিত হবেন তাহার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকেই সুযোগ দিতে হবে যেন তাহারা তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে দান করতে পারেন, যেমন নতুন নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাকে (১করি ১৬:১,২)। এই দান সংগ্রহে যে কোন প্রকার একটি পাত্র সকলের সামনে দিয়ে পাঠাতে হবে, অথবা এমন কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করে দিতে হবে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানগন তাহাদের অর্থ অথবা মূল্যবান দান রাখতে পারেন, যাহা তাহারা ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রেখেছিল। স্মরণে রাখবেন যে উহা হল উপাসনার এক ধরনের প্রকাশ এবং শ্রদ্ধাশীল ভাবে এবং আনন্দের সাথে করতে হবে। যে দান দেওয়া হয়েছে তাহা মণ্ডলীর কাজের জন্যই ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে দান সংগ্রহ করা হয়েছে তাহা দিয়ে অন্যদের মধ্যে সু-সমাচার প্রচার করা যাবে, গরীবদের সাহায্য করা যায়, অধ্যয়নের জন্য বাইবেল কেনা যায়, এবং অন্যান্য কাজ করা যায় যাহা মণ্ডলীর কাজের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকবে। যাহা সংগ্রহ করা হয়েছে তাহা কিভাবে ব্যবহার করা হবে তাহা মণ্ডলীর দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে নয়।

উপাসনার কাজের একটি পরিকল্পনা কিভাবে করা যায় তাহার একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল।

প্রার্থনা
এক বা ততোধিক গান
বাক্য থেকে একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা অথবা একটি প্রচার, যদি প্রচার করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রচারক বা শিক্ষক থাকে
গান
প্রভুর ভোজের জন্য উপযুক্ত বাক্য পাঠ
প্রভুর ভোজ গ্রহণ
গান
সমৃদ্ধি অনুসারে দান সংগ্রহ
গান
প্রার্থনা

উপাসনা সাজানো যেভাবেই করা হোক না কেন এই উপকরণ গুলির প্রত্যেকটিকে উহাতে অবশ্যই থাকতে হবে।

মাণ্ডলীক কার্য্য-নির্বাহী সভা

স্থানীয় মণ্ডলীগুলিকে "যথাযথভাবে বা শিষ্ট এবং সু-নিয়মিতভাবে" (১করি ১৪:৪০), উহার কার্য্য পরিচালনা করতে মণ্ডলীর পুরুষেরা নির্দিষ্ট সময়ান্তর কার্য্য নির্বাহী সভা করবে। বিশেষ ভাবে যদি কোন মণ্ডলীর প্রাচীন বর্গ না থাকে। এই কার্য্য নির্বাহী সভা/মিটিংয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কোন নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা নয়, কিন্তু উপাসনা এবং মণ্ডলীর কার্য্য খ্রীষ্টের ইচ্ছানুসারে হচ্ছে কি না তাহা দেখার জন্য। উক্ত কার্য্য নির্বাহী সভায় উপাসনার সময়, উপাসনায় সহায়তা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ, উত্তম কার্য্য সাধন এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথাযথ স্থান ও সময়। মনে রাখা অপরিহার্য হবে যে যাহারা উক্ত কার্য্য নির্বাহী সভায় উপস্থিত থাকবে তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মত আচরণ থাকতে হবে (ইফি ৪:১-৩)। কোন একজন বলেছিলেন, "প্রত্যেকের অধিকার আছে কিছু বলার, কিন্তু কাহারও অধিকার নেই তাহার নিজের ইচ্ছানুসারে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের।" ইহা একটি আদর্শ নীতিবাক্য।

যখন মণ্ডলীর কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা হবে, তখন প্রত্যেক সিদ্ধান্তের জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

ইহা কি বাক্য অনুযায়ী হয়েছে?
ইহার দ্বারা কি ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন?
ইহা কি নৈতিক ও মানসিক উন্নতির লক্ষ্যে গাঁথিয়া তোলার জন্য হবে?
ইহা কি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে?

মিটিংয়ের সময় এবং ব্যবধানের সিদ্ধান্তে সকল পুরুষদের একমত হতে হবে। এমন একটি সময় নির্দিষ্ট করতে হবে যখন মণ্ডলী বেশীর ভাগ পুরুষ একত্রিত হতে পারবে। কোন একজন খ্রীষ্টিয়ান পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ভ্রাতাকে ঐদিনের সভা পরিচালনা করার

জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। ইহা বুদ্ধিমানের কাজ যে এই দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন জনকে দিতে হবে। ইহা একটি অধিকারের পদ মর্যাদা নয়, কিন্তু উপযোগী পথে চলা। সকল পুরুষের মতের ঐক্যতার সাথে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে কোন একজনকে এই সিদ্ধান্ত গুলিকে লিখে রাখতে হবে। এই কার্য্য নির্বাহী সভাটি এভাবে হতে পারে।

প্রার্থনা

পুরাতন বিষয় আলোচনা- পূর্বের সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যদি থেকে থাকে; সকল কাজের এবং দেয় দায়িত্বের রিপোর্ট দেয়া

নতুন বিষয় আলোচনা- বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, দায়িত্ব অর্পণ, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা

প্রার্থনা

প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপাসনা

আপনার হৃদয়ে এবং আপনার পরিবারের সাথে প্রতি নিয়ত ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাইতে হবে। আপনার সামনে যে খাবার দিয়েছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রতিবার খাবার সময়ে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। আপনার পরিবারের সাথে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করুন, আপনার যাহা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করে এবং তিনি যাহা কিছু আপনার জন্য করেছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ এবং প্রশংসা করে।

অবশ্যই আপনি চাইবেন রবিবার ছাড়াও অন্য দিনে ঈশ্বরের উপাসনা করতে। প্রত্যেক রবিবার আপনি উপাসনা করবেন, এবং উক্ত উপাসনায় থাকবে প্রভুর ভোজ এবং দান সংগ্রহ। এ ছাড়াও, সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো সময় আপনি সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে অন্য কোন দিন মিলিত হতে চাইতে পারেন বাইবেল অধ্যয়নের জন্য, প্রার্থনার জন্য এবং গান করাবার জন্য। মধ্যে মধ্যে সকল খ্রীষ্টিয়ানদের একত্র হওয়া, একত্রে উপাসনা করা এবং প্রভুতে একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রভুর সেবক হিসেবে, তাঁহার বাক্য পড়ে এবং অধ্যয়ন করে আপনার উচিত হবে তাঁহাকে আপনার সাথে কথা বলতে দেয়া। প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি তাঁহার সাথে কথা বলতে পারেন।

চতুর্থ পদক্ষেপঃ উত্তম কার্য্য সাধন

চতুর্থ পদক্ষেপ যাহা আপনার গ্রহণ করা উচিত হবে আর তা হল প্রভুর সেবা কর্ম করা। আপনি এখন একজন খ্রীষ্টিয়ান, খ্রীষ্টের অনুসারী, অতএব তাঁহার মত করে জীবন যাপন করুন। আমরা জানি যে তিনি হিতকার্য করতেন (প্রেরিত ১০:৩৮)।

সু-সমাচার সহভাগিতা

খ্রীষ্টিয়ানদের সু-সমাচার সহভাগিতা করার অভিপ্রায়ে প্রচার করা কর্তব্য। যীশু স্বর্গে যাবার পূর্ব মূহুর্তে তিনি আমাদের বলেছেন, "আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নকটে সুসমাচার প্রচার কর ..." (মার্ক ১৬:১৫)। সু-সমাচার সৃষ্টি লক্ষ্যে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেন, এখন সকলার কাছে প্রচার করা হয়েছে কিনা তাহা দেখা আমাদের কর্তব্য। এই পুস্তকটি অন্যদেরকে পড়তে বলে আপনিও সু-সমাচার প্রচার করতে পারেন। খ্রীষ্টিয়ান হতে তাহাদের উৎসাহ দিন। আসুন অন্যদের খ্রীষ্টে পরিচালনার অধীনে আনয়ন করতে আমরা যতটুকু পারি ততটুকু করি।

অন্যদের গাঁথিয়া তোলা

অন্য আরও একটি খ্রীষ্টিয়ানদের কাজ হল, অন্যদের গাঁথিয়া তোলা। "গাঁথিয়া তোলা" শব্দের অর্থ হল নৈতিক ও মানসিক ভাবে গড়ে তোলা। যখন আপনাদের পনেরো বা ততোধিক লোক নিয়ে তৈরি একটি মণ্ডলী থাকবে, অনুগ্রহ করে ট্রুথ ফর টু ডে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের কাছে লিখুন (307 পৃষ্ঠায় ঠিকানা দেওয়া আছে), আমরা বাইবেল অধ্যয়নের জন্য আপনাদের কাছে কিছু সহায়ক পুস্তক পাঠিয়ে দিব। আসুন আমরা খ্রীষ্টের প্রজ্ঞায় তাঁহার পথে বৃদ্ধি পেতে

থাকি এবং অন্যদের উৎসাহ দেই আমাদের সাথে বৃদ্ধি পেতে।

অন্যদের সহায়তা করা

আপনি অবশ্যই সাহায্য কর্মের সাথে যুক্ত হতে চাইবেন। আপনি আপনাকে প্রশ্ন করুন, "গরীবদের সহায়তায় আমি কি করতে পারি?" আপনি খ্রীষ্টের মত হতে পারবেন না যদি আপনি গরীবদের প্রতি তত্বাবধান না করে থাকেন (মথি ২৫:৩১-৪৬)।

এইখানে কিছু উত্তম কাজের তালিকা দেওয়া হল যাহা একজন খ্রীষ্টিয়ান অনুসরণ করতে পারে।

অন্যদের কাছে সু-সমাচার শিক্ষা দেয়া
রোগীদের সেবা করা
শিশুদের ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সহায়তা করা
ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান
বিধবাদের এবং পিতামাতা-হীনদের সহায়তা করা
কারাবন্দীদের দেখতে যাওয়া
আতিথেয়তা করা
খ্রীষ্টিয় বই পুস্তক বিতরণ করা
অন্যদের উপাসনায় আহবান করা
অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা
যাহারা বাইবেল পড়তে পারে না, তাহাদের জন্য বাইবেল পড়ে শোনান

যীশু এই পৃথিবীতে সেবা করতে এসেছিলেন। তিনি সেবা পেতে নয় অন্যদের সেবা দান করতেই এসেছিলেন এবং অনেকের মুক্তির জন্য তাঁহার জীবন দিতে এসেছিলেন (মার্ক ১০:৪৫)। যীশুর মত করে আমরা অন্যদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারি না; কিন্তু আমরা তাহাদের কাছে সু-সমাচার শিক্ষা দিতে জীবন যাপন করতে পারি, খ্রীষ্টে বৃদ্ধি পেতে তাহাদের সাহায্য করতে পারি, এবং যখন কেহ কষ্ট পায় তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারি।

উপসংহার

প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের ইথিয়পীয়ার নপুংসকের কথা আপনি কি পড়েছেন? যদি না পড়ে থাকেন, তবে এখানে এই পুস্তকটি পাঠ করা থেকে বিরতি নিন এবং ঐ গল্পটা পড়ুন। তাহার কাছে ফিলিপকে পাঠানো হয়েছিল সু-সমাচার প্রচার করতে। আনন্দের সাথে, ইথিয়পীয় সু-সমাচার গ্রহণ করে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল।

ফিলিপ একজন ঈশ্বর আ-অনুপ্রাণিত লোক ছিলেন। এই পুস্তকটি ঈশ্বর নিঃশ্বসিত পুস্তক নয়। যাহাই হউক, এই অংশে, আপনি পড়ছেন পরিত্রাণ সম্পর্কে নতুন নিয়ম কি শিক্ষা দেয় যাহা খ্রীষ্ট তাঁহার মণ্ডলী স্থাপনের মাধ্যমে আনয়ন করেছেন। অতএব এই অংশ আপনাকে ঈশ্বর নিঃশ্বসিত পুস্তক, "পবিত্র বাইবেল" এর প্রতি দৃষ্টি দিতে সাহায্য করেছে। যাহা কিছু এই পুস্তকে পড়েছেন তাহার সাথে বাক্যের তুলনা করুন, এবং তা হলেই আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা আপনাকে যাহা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি তাহা নতুন নিয়মই শিক্ষা দিতেছে।

ঈশ্বর ইথিয়পীয়ার লোকটিকে পরিত্রাণের জন্য একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই অধ্যয়ন দীর্ঘাকার ছিল না; কিন্তু যাহা খ্রীষ্টিয়ান হতে এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে প্রয়োজন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আমরাও একই শিক্ষা আপনাকে দিতে চেষ্টা করেছি। সুযোগ এখন আপনারই। আশাকরি আপনি এই সুযোগটি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবেন। আমরা আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সু-সমাচার গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ আপনার উপরে যেন বর্তে যাহা তিনি তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে দিয়েছেন। যদি আর কখনো নাও হয়, তবে আপনার সাথে স্বর্গে দেখা হবেই... এই প্রত্যাশায় আমরা আছি।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 292 পৃষ্ঠায়)

১। "যীশুর বিষয় আপনি কি করবেন" এই প্রশ্ন কেন অনন্তকালীন নিহিত অর্থ প্রকাশ করে?

২। নবজাতকের এবং শিশুদের কি বাপ্তিস্ম প্রয়োজন আছে? কেন অথবা কেন না?

৩। বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য কি?

৪। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী খুঁজে পেতে সাহায্য পেতে পারেন এমন কি কি প্রশ্ন আপনি করতে পারেন?

৫। কোন বাক্য শিক্ষা দেয় যে বাপ্তিস্ম হল জলে কবর প্রাপ্ত হওয়া?

৬। একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের সারমর্ম করতে কোনটি হল উত্তম পন্থা?

৭। একজন খ্রীষ্টিয়ান কেন ঈশ্বরের বাক্যের কাছে থাকবেন?

৮। মণ্ডলী প্রতি রবিবার ঈশ্বরের উপাসনায় একত্রিত হবে। কোন ধরনের উপাসনা ব্যবহার করা হবে?

৯। যখন যীশু প্রভুর ভোজ স্থাপন করেন, তখন কোন দুটি উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছিলেন?

১০। একজন খ্রীষ্টিয়ান হতে এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য কোন চারটি ধাপ আপনাকে গ্রহণ করতে হবে?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

বাক্যঃ পবিত্র বাইবেল, নতুন এবং পুরাতন উভয়ই। পুরাতন নিয়ম ছিল যিহূদীদের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থা পুস্তক এবং নতুন নিয়মের জন্য পথ প্রস্তুত করা (গালা ৩:২৪), যাহা বর্তমানে সকল মানুষের অনুসরণের জন্য। উহাতে, ঈশ্বরের এই পৃথিবী সৃষ্টির সারাংশ, তাঁহার মনোনীত ইস্রায়েল জাতির জন্য ব্যবস্থা, ঈশ্বর নিঃশ্বসিত কবিতা, এবং তাহার ভাববাদীদের দ্বারা ঈশ্বরের শিক্ষা আছে।